যুগান্তর

তারিখ 31 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবিতে আবার 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হবে : র‍্যাগ ডে নিষিদ্ধ

মুসতাক আহম্মদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দীর্ঘ এক যুগ পর আবারও 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালন শুরু হচ্ছে। সে সঙ্গে নিষিদ্ধ হচ্ছে র‍্যাগ ডে, আনন্দ শোভাযাত্রাসহ সব ধরনের র‍্যালি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলো অনুমতি নিয়ে নিজেদের তত্ত্বাবধানে র‍্যাগ ডে ও আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করতে পারবে। এসব অনুষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিনষ্ট এবং অস্থিতিশীল পরিবেশ রোধের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এক যুগ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন বন্ধ থাকার কারণে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন সমাপনী উপলক্ষে বেশ কিছুদিন ধরে নিজেদের উদ্যোগে র‍্যাগ ডে, আনন্দ শোভাযাত্রাসহ নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হওয়ার পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু নিজস্ব উদ্যোগে র‍্যাগ ডে পালনের কারণে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ক্যাম্পাসে ঘটে যায় দুঃখজনক ঘটনা। ওই সময় র‍্যাগ ডে পালনের নামে একটি ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের দ্বারা ছাত্রীরা নিগৃহীত হয়। রং ছোড়াছুড়ি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই বছর এক সিদ্ধান্তে ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের উদ্যোগে র‍্যাগ ডে ও শোভাযাত্রা পালন নিষিদ্ধ করে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এ নিষেধাজ্ঞা চাপা পড়ে গেছে। বর্তমানে কোন কোন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে, নিজেরা চাঁদা দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন ও নিজের শিক্ষা জীবনের সমাপনীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আয়োজন করে র‍্যাগ ডে। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাসে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, টমটমের গাড়ি বহর। এমনকি ব্যান্ড পার্টি এনে আনন্দ উৎসব করা হয়। কোন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা আবার নিজেরা ঢাকায় কিংবা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বের হয় ভ্রমণে।

ক্যাম্পাসে এসব অনুষ্ঠান আয়োজন করার কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। তাছাড়া এক যুগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন বন্ধ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ভুলে গেছে এ দিবসটির তাৎপর্য। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় এ দিবসটি পালনের চিন্তাভাবনা করছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শৃংখলা পরিষদের সভায় এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, আবাসিক হলের প্রভোস্টগণ এবং প্রক্টর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান র‍্যাগ ডে পুনরায় পালন না করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তৃতা করেন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কেবল বছরান্তে পালিত একটি দিন নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবার জন্য এটি

ঢাবিতে : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

ঢাবিতে : বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একটি উন্মুক্ত দিবস এইদিন কেন্দ্রীয়ভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রধান অতিথি করে নির্ধারিত বক্তৃতাদান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্রব্যাদি ও প্রকাশনা প্রদর্শনীর আয়োজন, কিভাবে ছাত্ররা গবেষণা করে, কিভাবে আবাসিক হলে থাকে সেসব দিক সুধীদের সামনে তুলে ধরা হয়। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত দিবস হিসেবে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস'-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক আবহের খানিকটা আমেজে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় গৌরবের আবহ। যাতে এখানকার সাবেক ছাত্রদের এবং অনাগত ভবিষ্যতে যারা এখানে পড়তে আসবে বা যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানদের এখানে পড়াতে পাঠাবেন তারা পরিচিত হতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিষয়ের সঙ্গে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৮৩ সালের ৮ জুন সর্বপ্রথম এই দিবসটি পালিত হয়। এরপর '৮৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, '৮৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, '৮৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এবং '৮৮ সালের ১ এপ্রিলসহ মোট ছয়বার এই দিবসটি পালিত হয়। এরপর কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অসহযোগিতার কারণে এই দিবসটি পালন এক যুগ ধরে বন্ধ আছে। এ ব্যাপারে শৃংখলা পরিষদের আহ্বায়ক প্রক্টর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান বলেন, তারা শিগগিরই শৃংখলা পরিষদের একটি বৈঠক ডেকে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবেন।